R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৫১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১০ই মে ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমায় ভোট শান্তিতে তাই মানুষও স্বস্তিতে

অসিত রায় : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার চতুর্দ্দশ নির্বাচন পর্ব শেষ হলো। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য মহকুমার সাথে জঙ্গিপুরের পাঁচটি কেন্দ্রের নির্বাচন পর্ব সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু এবং সার্থকতার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। যার পিছনে রয়েছে সর্বস্তরের কর্মী এবং কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সেই সাথে রয়েছে ভোটারদের অসীম ধৈর্য্য এবং নাগরিক দায়বদ্ধতার মানসিকতা। প্রখর রোদের মধ্যেও ছিল ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। তাই কোন কোন বুথে রাত দশটা পর্য্যন্ত চলে ভোট পর্ব। ভোট পড়েছে ৭০%। জঙ্গিপুর হাই স্কুলে একটি ই. ভি. এম. ভোট যন্ত্রে ত্রুটি ধরা পড়লে সেটি ঠিক করে দেওয়া হয়। রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের ১৩১ নং বুথের মেসিন গন্ডগোল করলে সেটিকে সিল করে দিয়ে নতুন মেসিনে ভোট নেওয়া হয়। কর্মীদের অনবধনতার জন্যে ১৩৪ নং রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ স্কুলের বুথে কিছু সময়ের জন্য ভোট পর্বে বিঘ্ন ঘটে। মুভমেন্ট পর্বে পৌঁছানোর আগে (শেষ পৃষ্ঠায়য়)

অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অরঙ্গবাদ ও ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন কোথাও কোন সে ধরনের গন্ডগোল হয়নি। সব বুথেই প্রচুর পরিমাণে পবিত্র ভোট পড়েছে। ফরাক্কার একটা বুথের বাইরে দুশো গজের মধ্যে দলীয় পতাকা দেখানোকে কেন্দ্র করে সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে হাতাহাতিতে দু'জন গ্রেপ্তার হয়। আধা সামরিক-বাহিনীর দাপট সে রকম চোখে পড়েনি। ভোটের সময় পরিচয়পত্র দেখা নিয়ে সে ধরনের কড়াকড়িও ছিল না। অন্যান্যবারের তুলনায় কম হলে এবারও দিঘড়ী, ভাসাই পাইকড়, দোগাছি, কাঁকুড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের বুথে জাল ভোটারদের গ্রেপ্তার ও বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল হয়। ফরাক্কা থানার নিশিন্দ্রা গ্রামের প্রায় ২০০ জন প্রকৃত ভোটারের নাম লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এর জন্য অনেকে সিপিএমকে দায়ী করে। ভোট কর্মীদের গাফিলতিতে এটা হয়ে থাকলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্পর্শকাতর এলাকার বুথগুলোতে এবার শান্তিপূর্ণ ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা : চড়া রোদ মাথায় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নীরবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার নাছোড় জেদ পরখ করে এলাম। এবার সেখানে বুথ দখলের দাপট নেই, নেই গ্রাম ছাড়া মানুষদের ভয়ে ভয়ে লাইনে দাঁড়ানোর দ্বিধা। শান্ত পরিবেশে ভোট হয়েছে সেখানে। এই সব কথা বলা হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকন্দরা, খেজুরতলা, লালখাঁনদিয়ার ইত্যাদি স্পর্শকাতর এলাকা সম্বন্ধে। এখানকার ভোটের ফলাফল এবার কি হবে কিছুই বলতে পারেননি এলাকার পোড় খাওয়া নেতারা। সেকন্দরা অঞ্চলের বাসিন্দা সলিল পালের কথা 'এলাকায় কোন শোকের ঘটনা ঘটলে যেমন পরিবেশ তৈরী হয় সে রকম ২০০৬ এর বিধানসভা ভোটে এই অঞ্চলের পরিবেশও তেমনি থমথমে থাকে। লালখাঁনদিয়ার গ্রামের ইসমাইল সেখ বলেন—'এবারে এই এলাকার অধিকাংশ বুথে তৃণমূলের কোন এজেন্ট নাই। এলাকার মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিয়েছে।' খেজুরতলার অধিবাসী মোস্তাক হোসেন জানান—'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সাত বছর ঘর ছাড়া ছিলাম। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আদিবাসী মহিলা নৃশংসভাবে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম মঙ্গলচুন সাঁওতালপাড়ার বিতর্কিত আদিবাসী মহিলা লক্ষ্মী হাঁসদা গত ৪ মে ঝড় জলের সন্ধ্যেয় তাঁর বাড়ীতে নৃশংসভাবে খুন হন। পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা ধারালো অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত লক্ষ্মীর মৃতদেহ ঘরের দরজার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন। উল্লেখ্য, এই লক্ষ্মী হাঁসদা ২০০৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর ঐ এলাকার সুজিত চাঁদপাড়ী নামে এক ব্যক্তি হত্যার ষড়যন্ত্রে (শেষ পৃষ্ঠায়)

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে খালাসির মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ এপ্রিল জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক অফিস চত্বরে নির্বাচনের প্রয়োজনে বহু ট্রাক জড়ো হয়। এক ট্রাক খালাসি মাঠে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ট্রাকের ভিড়ে ঐ সময় অন্য একটি ট্রাক ব্যাক করতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ বিশ্রামরত খালাসির মাথার ওপর দিয়ে চাকা চলে যায়। এরফলে ঘটনাস্থলে ছেলেটি মারা যান। মৃতের নাম কুট্টু টুডু (২০)। বাড়ী গনকর।

চপ্ কিনতে এ্যামবাস্যাডার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইলেকশানের আগের দিন ভোরবেলায় শ'য়ে শ'য়ে পোলিং অফিসারদের লালবাগে যাবার জন্য যখন সময়মত বাসের ব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন দেখা গেল গত রবিবার সন্ধ্যে ৬-২০ মিঃ নাগাদ জঙ্গিপুর এস ডি অফিসের নাজির সাহেব 'ইলেকশান আরজেন্ট' স্টিকার লাগান ডব্লু বি-৫৮-৫১২৫ দুধসাদা এ্যামবাস্যাডার নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের পুরনো ভবনের সামনে চপ্-ঝালবড়া কিনতে ব্যস্ত। এই না হলে ভোট!

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

নির্বিঘ্ন ভোটপর্ব

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে ভোট প্রার্থীদের প্রচারের উত্তাপ এইবার পরিলক্ষিত হইল না। সারাদেশব্যাপী এক নিরুত্তাপ ভাব। মিটিং, মিছিল এই সবের আধিক্য সেইরকম দেখা গেল না। কেমন যেন 'নমো নমো' করিয়া ভোটপর্ব সম্পন্ন হইল। ২০০৬ সালই যেন ব্যতিক্রম। ইহার পূর্বে যতবার ভোট হইয়াছে, ততবারই উত্তেজনার বিশাল তাপ সকলে পোহাইয়াছেন। ভোট প্রার্থীরা এবং ভোটদাতা, জনসাধারণ ও ভোট প্রচারক—সকলেই যেন অযুত হস্তীর বল লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। কিন্তু এই বৎসরে দেখা যাইল—অল্ কোয়ায়েট্ অন্ দ্য ভোটিং ফ্রন্টস্।

ইহার কারণ ইহা নয় যে, ভোটপ্রার্থী এবং তদনুচরেরা বা সমস্ত রাজনৈতিক দলই হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক দলই যথেষ্ট শক্তিধর। তবে 'মরম কি দাহ' এই যে, নির্বাচন কমিশন এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যাহার নাম নির্বাচনের আচরণবিধি। ইতিপূর্বে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এমন ক্রিয়াকলাপ চলিত যাহা ভোটের উদ্যমকে বিনষ্ট করিত।

এই বৎসরের নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোটে দাঁড়াইবার খরচপত্রের উপযুক্ত হিসাব রাখিতে হইতেছে। ফলে ভোট প্রচারে নানা ধরনের চমক ধরান মিছিল, মিটিং-এর জৌলুষ চলিয়া গিয়াছে। পোষ্টার, ব্যানার, দেওয়াল লিখন ইত্যাদিতে দেশ ছয়লাপ হইতেছে না। ইচ্ছামত যানবাহন ব্যবহার করারও কোন উপায় আর নাই। ফলতঃ নানাস্থানে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার কাজ ট্রেনে ও মোটরগাড়ীতে সারিতে হইয়াছে নিতান্ত বাধ্য হইয়া। বক্তৃতামঞ্চও অতিসাধারণভাবে নির্মিত হইয়াছে। ভোটে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, সার্কিট হাউসে বসিয়া ভোটের কাজ চালান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ নির্বাচন কমিশন বন্ধ করিয়াছেন। ভোটের আচরণবিধি ভঙ্গ করিবার কিছু কিছু বিষয়ে নির্বাচন কমিশন তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। তাহার জন্য অবজারভারও নিযুক্ত করা হইয়াছে।

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন হইতে শুরু করিয়া সর্বত্র কঠোর দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে সব এলাকায় অবজারভার নিযুক্ত করেন এবং অবৈধ ভোট রুখিতে প্রতিটি ভোটারের সচিত্র পরিচয় পত্র আবশ্যিক করেন। ইহা ছাড়া ভোটের দিন গ্রাম-শহর সর্বত্র প্রতিটি বুথেই সশস্ত্র আধা সামরিকবাহিনী মোতায়েন করেন। যাহার কারণে ভোটপর্ব চলাকালীন কোন জায়গায় বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। পদ্ধতিগত কারণে কিছু কিছু জায়গায় ভোট গ্রহণ শ্লথ গতিতে চলিলেও সাধারণ মানুষ ইহাতে বিরক্ত না হইয়া দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াইয়া তাঁহারা শান্তিতে ভোট দেন। ইহার কারণে এইবার ভোটের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মই এই পরিস্থিতি আনিয়া দিয়াছে। ইহার পরও যদি বামফ্রন্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে আনা ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল বা ভীতি প্রদর্শনের বদনাম ঘুচিবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর ফেরীঘাটে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা

গত ২২/০৪/০৬ জঙ্গিপুর সদরঘাটে মর্মান্তিক নৌকাডুবির ঘটনায় ৪ জনের সলিল সমাধি হয়। মাঝি ও তার শিশু কন্যাসহ ৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। নৌকাডুবির ঘটনা ঘটলে, যাত্রীদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করার সুব্যবস্থা ঘাট কর্তৃপক্ষের কাছে নাই। কোন যাত্রী ডুবে মারা গেলে, তার দেহ পাওয়ার আশায় ২৪ ঘন্টা কিংবা তারও বেশী সময় আত্মীয় স্বজনদের নদীর তীরে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। কোন কোন আত্মীয় স্বজনরা মোটা অর্থের বিনিময়ে জেলেদের কাছে থেকে বড় জালের সুব্যবস্থা করে দ্রুত দেহ উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেন। ঘাট কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোন ঘাটের নৌকা নাই, বড় জালেরও ব্যবস্থা নাই। পৌরপিতা মহাশয়ের উচিৎ, পৌরসভার ঘাট নিলাম করার সময় নাগরিক পরিষেবার দিকে লক্ষ্য রেখে, ঘাট কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব ভুটভুটি ও বড় জাল সর্বক্ষণ ঘাটে মজুত রাখার শর্ত সাপেক্ষে ঘাট নিলাম করার ব্যবস্থা করা। যাতে নৌকাডুবির দুর্ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ নিজস্ব ভুটভুটি ও জাল নিয়ে যাত্রীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ঘাট ইজারাদার যাত্রী পারাপারে হাজার হাজার টাকা রোজগার করবে অথচ যাত্রী সুরক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকবে—এটা হতে পারে না। কারণ যাত্রীদের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করার কোন অধিকার ঘাট কর্তৃপক্ষের নাই।

সামসুল আলম খান, রঘুনাথপুর

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

সাধন দাস

মহাকালের রথের চাকা থেমে নেই। যুগ পেরিয়ে যুগান্তর। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, এমনকি ভালোবাসার ধরণও। প্রাচ্য পাশ্চাত্য একাকার করে ফেলেছে বিশ্বায়নের ছায়া। তাই শান্ত স্নিগ্ধ মূল্যবোধগুলি আজ পাশ্চাত্যের উগ্র বর্ণচ্ছটায় উৎকট চেহারা নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কি ক্রমশঃ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন? আর কি তিনি আমাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনার সুধা এনে দিতে পারছেন না? আর কি আমরা তাঁর সুরের বৈতরণী বেয়ে নন্দনের আনন্দলোকে পৌঁছে যেতে পারি না?

যুগ ও সমাজ অনেকটা সেই রকমই বলছে। এই গতির যুগে, ভোগবাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ নাকি ব্রাত্য !! কষ্ট হয় একথা স্বীকার করতে। একজন মহামানব কি কেবলমাত্র কোনো খন্ডিত কালের জন্যই জন্মান? যারা রবীন্দ্রদর্শনের গভীরে ঢুকেছি, তারাই জানি—শাশ্বত সত্যের কথা কোন্ ভাষায় বলা যায়! কোন্ সুরে বললে চিরকালের বীণার তারে একই স্পন্দন জাগে !! অধরা মাধুরীকে ছন্দের বন্ধনে কিভাবে বাঁধা যায় !!!

আমি বিশ্বাস করি না—সময়ের সঙ্গে নিত্য মূল্যবোধ বদলে যায়। বৃত্তের পরিধির মতো আমাদের জীবনাচরণের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্রের মতো আমাদের মনের ধ্রুবকটি অ প রি ব র্ত নী য়—যেখানে উচ্ছ্বাসের উজ্জ্বল রোদ্দুর, বিষাদের বিষণ্ণ বৃষ্টি, চিরকাল বিশ্বজুড়ে একই সুরে বাজে। সেখানে পূর্ব পশ্চিম বা সাদা কালোর কোনো ভেদ নেই, ভেদ নেই একালের সঙ্গে সেকালের। ভূমন্ডলের উপরিস্তরে যতই ঝড়ঝঞ্ঝা-অগ্ন্যুৎপাত হোক, কেন্দ্রটি স্থির। মানুষের অন্তর্নিহিত মনবৃত্তের সেই কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ সেই কেন্দ্রকে স্পর্শ করে আছেন। তাই ঘরে বাইরে সর্বকালে তিনি প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যবাদী নন, বৈরাগ্যসাধনে তিনি মুক্তি চাননি কখনো, তিনি জীবনবাদী কবি। আনন্দময় তাঁর সম্বিৎ। এই 'আনন্দ' পূর্ণতা বা (৩য় পৃষ্ঠায়)

ভোটের নামতা

শীলভদ্র সান্যাল

একেক্কে এক
ছেলেরা সব উঁকি মারে পাঠশালার ওই ঘরে
বাবুরা সব দখল নিল এবার ভোটের তরে
নিরাপত্তার কড়াকড়ি, নেই তো কোন ফাঁক
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

দুই এক্কে দুই
শহর থেকে বাবু এল, বল্ তো কোথা থুই ?
পুকুর থেকে আন্ ধরে আন্ গোটাকতক রুই,
আপ্যায়নে গাঁয়ের লোকের আছে যে নাম-ডাক
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

তিন এক্কে তিন
চতুর্দিকে আওয়াজ ওঠে ঃ 'ভোট দিন, ভোট দিন' !
পাঁচ বছরে নিদ্রাভাঙার ক্ষুধা কী কঠিন !
রঙচঙে মুখ, কিম্বা মাথায় নক্সাকাটা টাক
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

চার এক্কে চার
কে কাকে ভাই করবে জবাই হিসাব কষে তার,
যুদ্ধ বিনা দিতে নারাজ ইঞ্চি জমি ছাড় !
প্রচার জালে চায় ধরতে ভোটার মাছের ঝাঁক
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

পাঁচ এক্কে পাঁচ
কষছে সবাই ডিপ্লোমেসির পয়জার এবং প্যাঁচ,
গরমাগরম লেকচারেতে তুলছে ভোটের আঁচ
নিজের বেলা পলিসিটা, 'শাক দিয়ে মাছ ঢাক'
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

ছয় এক্কে ছয়
আগ বাড়িয়ে প্রেম দিতে কেউ পিছ পা নাহি হয়
কাজ ফুরলে সবাই সমান, কেউ তো তোমার নয়
গুল-বাগিচায় বেল পাকলে, করবে কী ভাই, কাক ?
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

সাত এক্কে সাত
ভোটের পরে সবাই হবেন ঠুঁটো জগন্নাথ !
তুমি-আমি খাব তো সেই পাটের শাক আর ভাত
প্রতিশ্রুতির ফর্দগুলো ডীপ ফ্রীজেতে থাক
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

আট এক্কে আট
সেই পুরাতন ভোট মহাজন রাখতে আপন ঠাট
উপুড় করে ঢালেন টাকা স্বরাজ্যে সম্রাট
বলেন, 'আবার জিতব, ওরা যতই ঘাঁটুক পাঁক।'
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

নয় এক্কে নয়
উর্দিধারী জওয়ান দেখে বক্ষে লাগে ভয় !
ক্যানডিডেট্কে ভাগিয়ে দিয়ে জাতীয় ভাষা কয় !
এই গরমে পাঁচদফা ভোট, কেমন মজা দ্যাখ্
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

দশ এক্কে দশ
ভোটের কাজে কেউ যদি খায় একআধটু সোমরস
ও-কে করে, ঠারে ঠোরে ছাড় দিয়েছেন 'বস্'
'আদর করে রাখব তোদের, আমায় তোরা রাখ'।
কুড়ুর কুড়ুর তাক্—

ইলেকশানের বাস না বাঁশ

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

এস. ডি. ও মহাশয়
ব্যক্তিটি সদাশয়
ভোটের বাজারে তাঁর ক্ষমতা চরম—
হাজার ভোটকর্মী যাবে
তিনখানা বাস সবে
ক্ষোভে-বিক্ষোভে গালমন্দে জনতা গরম।

মুকুল কুমার এসে
সবিনয়ে বলেন শেষে
নিয়ে যাবার দায়িত্বে লালবাগ্—
এতগুলো লোক যাবে
নাকাল হবার উৎসবে
বাসের জন্য তিন ঘন্টা বসে থাক্।

এল. আই. সি ও ব্যাঙ্কের অফিসার যত
সম্মানীয় ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের মত
রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে রয়—
শুধু অপেক্ষার প্রহর গোণে
কেউ নেই যে কথা শোনে
ওরা দিলেন দায়িত্বের পরিচয় !

তুমি আমি হরিদাস পাল
কর্মসংস্কৃতির এই তো হাল
এদের কোন দায়-দায়িত্বই নেই—
হাজার মানুষ বাসের অপেক্ষায়
ওরা তখন ঘুমিয়ে হায়
কে গেল আর কে দাঁড়িয়ে মলো সেই।

কথাটি যায় যদি অবজারভারের কানে
লিখিত অভিযোগ কেউ যদি আনে
তখন বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল—
নাজির চপ্ কিনতে ছোটান এ্যামবাস্যাডার
ওরা যে ইলেকশান কমিশনের ক্যাডার
শুধু বাস ধরতেই তুমি আমি নাজেহাল।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ (২য় পৃষ্ঠার পর)

অখন্ডচেতনারই আরেক নাম। 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি'—উপনিষদের এই বাণীই তো এই কবির জীবন দর্শন।

এই কম্পিউটার ইন্টারনেট ই মেলের যুগে হৃদয়হীন যান্ত্রিকতা দ্রুত গ্রাস করছে আমাদের। এই পথে মানুষের মুক্তি নেই। রৌদ্রদগ্ধ এই নিদাঘে কোথাও জায়গা নেই দাঁড়াবার। চারদিকে সীমাহীন শূন্যতা, কোথাও নেই আত্মার আত্মীয়। এই সংকটে তিনি রয়েছেন তাঁর সুরের ডালি নিয়ে। তাঁর বাণী, তাঁর সুরের ঝরণাতলায় আমাদের গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। কেননা, এই দুঃসময়ে তিনিই পরম নিরাময়। তাঁরই গানে আমরা পাই জীবনে চলার শক্তি, তাঁরই গানে নিহিত আছে বিপদের নির্ভয়মন্ত্র, তারই সুরের যাদুতে আমরা পার হয়ে যাই দুঃখ-পারাবার। বেঁচে থাকার এই দুর্জয় শক্তি, মঙ্গলময় জীবনের এই মহৎ প্রেরণা, মহাজীবনবোধের এই ধ্যানমন্ত্র প্রতিটি মানুষ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুক—রবীন্দ্রপক্ষে এই প্রার্থনা আমাদের।

ঝড় বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৪ মে ব্যাপক ঝড় বৃষ্টিতে সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিযুক্ত এল এন্ড টি কনসট্রাকশন কোম্পানীতে প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রায় চার হাজার ব্যাগ সিমেন্ট জলে নষ্ট হয়ে যায়। লেবার কলোনীর সমস্ত গৃহের মাথায় ছাউনি ঝড়ে উড়ে যায়। খাদানেও ধ্বস নেমে ক্ষতি হয়।

এন. টি. পি. সিতে নতুন সি. এম. ডি

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ২০০৬ এর পয়লা এপ্রিল থেকে এন. টি. পি. সির সি. এম. ডি-এর পদে যোগ দিয়েছেন টি শংকরলিঙ্গম। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে পাওয়ার সেক্টারের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ কর্ম কৃতিত্ব রয়েছে পঁয়ত্রিশ বছরের অধিক সময়কালের। এনটিপিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি কাজ করেছেন টি এন ই বি এবং বি এইচ ই এলে। বেশ কিছু সম্মানজনক আওয়ার্ডের তিনি অধিকারী এবং কিছু সংখ্যক সরকারী এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হিসাবে পাওয়ার প্রজেক্ট কনস্টাকশনসহ ম্যানেজমেন্টে পরিকল্পনায় এবং উদ্ভাবনী দক্ষতায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ২০০১ সাল থেকে এনটিপিসির প্রজেক্ট প্ল্যানিং, ডিজাইন, কনসট্রাকশন, অপারেশন এবং মেনট্যান্যানসের তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ ডিরেকটার।

গণনাট্য সংঘের নির্বাচনী গানের কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গণনাট্য সংঘ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৯ এপ্রিল মনিগ্রামে ভোটের প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী গানের কর্মশালা হয়। সাগরদীঘি, দোহাল, যোগপুর, ন'পাড়া ও মনিগ্রামের বিভিন্ন আঙ্গিকের শিল্পীরা ও গীতিকারেরা ঐ কর্মশালায় অংশ নেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক শ্যামল সেন এবং গণনাট্য সংঘের জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ও বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ঘনশ্যাম সরদার ও মানিক চট্টোপাধ্যায়। এই ধরনের কর্মশালা রঘুনাথগঞ্জেও হয়

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫' ২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থাসম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইং ১৯৮৬ সালে জঙ্গিপুর রেজেষ্ট্রী অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ৭৮নং আমোক্তারনামা দলিলখানি বাতিল করা হইয়াছে। উক্ত আমোক্তারনামা দলিলমূলে আমোক্তারগণ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তাহা কেহ খরিদ করিবেন না এবং খরিদ করিলে তাহা আমাদের উপর বাধ্যকর হইবে না।

তাং ২৫/৪/০৬

নৃপেন্দ্রনাথ নিয়োগী
সদাশিবপুর (বীরভূম)

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন (লজিক) পড়ানো হয়

রবিবার—সকাল ৮টা থেকে ১০টা

মাদারল্যাণ্ড নার্সিং হোমের বিপরীতে চন্দ মার্বেল্স্-এর পাশের বাড়ী। টাটা ইণ্ডিকম অফিসের ভিতর।

গোপালনগর, রঘুনাথগঞ্জ

শুভারম্ভ ১৪ই মে '০৬

মহিলা নৃশংসভাবে খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

জড়িত থেকে তিন মাস হাজতবাস করেন। এই ঘটনার বছরখানেক আগে পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাসের প্রতিবাদ করায় নিজের স্বামী শিবলালকেও খুন করেন লক্ষ্মী। কিন্তু ঐ ঘটনায় লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। এর কারণ গ্রামবাসীরা বলতে পারেননি।

তাই মানুষও স্বস্তিতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

আরও ৫টি অপরিচিত পরিকাঠামো পার হতে হয়েছে ভোট কর্মীদের যা তাদের কাছে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সময় লেগেছে অনেক বেশী। সাধারণ প্রচলিত কিছু ওষুধ নিয়ে ছিল মেডিক্যাল টিম। প্রয়োজনে অন্য বিতরণ কেন্দ্রে চলে যাওয়ার জন্য ফ্যান মাথায় পড়ে এক ভোটকর্মী আহত হলে তার প্রাথমিক চিকিৎসাতে অযথা দেরি হয়। এই প্রতিবেদকের উদ্যোগে নির্বাচন দপ্তরের সহায়তায় কর্মীটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি আবার নিজের কাজে ফিরে আসেন। নিশ্চিন্তে অবাধে ভোট দেওয়ার সুযোগে রিগিং, ছাপ্পা ভোট সব উধাও। চ্যালেঞ্জ বা টেন্ডার ভোটেরও তেমন কোন খবর পাওয়া যায়নি। আধাসামরিক বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকায় স্থানীয় পুলিশকে অসহায় লেগেছে। বুথ এলাকায় ক্যাডারদের ভিড়, উৎসাহ সবই আজ ইতিহাস। ভি. আই. পি সমেত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বুথের ২০০ মিটার এলাকাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। পোষ্টার ব্যানার সাজানো নির্বাচন প্রার্থীদের ক্যাম্পও ছিল না। কঠোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার কোথাও ছিল না বোমাবাজির মত ঘটনা। যা শুধু বিরলই নয় অবিশ্বাস্য। প্রতিবন্ধীরা যাতে কারও সাহায্য ছাড়াই ভোট দিতে সক্ষম হয় তার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রেই বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে তৈরী হয়েছিল র‍্যাম্প। সব মিলিয়ে ভোটের দিনের এমন শান্ত পরিবেশ এর আগে কখনও কারো চোখে পড়েনি। বুথ ফেরৎ সমীক্ষা বা জল্পনাকল্পনার অবসানের জন্য আগামী ১১ মে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের চাবিকাঠি কার হাতে যায় তা দেখার জন্য।

এবার শান্তিপূর্ণ ভোট (১ম পৃষ্ঠার পর)

এবার ভোট দিতে পেরে ভালোই লাগছে। খেজুরতলা বুথে এতদিন দু'জনেই সব ভোট দিয়ে দিত। নির্দিষ্ট চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটের আগে বাড়ী গিয়ে শাসিয়ে আসত। কেউ কেউ এদের শাসানিতে ভিত না হয়ে ভোট দিতে গিয়ে বুথ থেকে ঘুরে আসত—তার ভোট হয়ে গেছে। এ বছর এ সব কিছুরই ব্যতিক্রম। আমরা বাধাহীনভাবে ভোট দিতে পেরে খুশি।' ভোটের দিন সকাল দশটার দিকে লালখাঁনদিয়ার গ্রামে ৮-১০ জনের একটা দলকে বেশ উত্তপ্ত চেহারায় গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরতে দেখা গেল। ভোটের ব্যাপারে শাসানি না ভোট দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে ঘুরছেন তারা বোঝা গেল না।

ভোট পড়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পর্যবেক্ষকদের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়। ফরাক্কা কেন্দ্রের ১৩৪, ১৩৭ নং বুথে ই ভি এম বিকল হওয়ায় সেখানে ভোট গ্রহণে সমস্যা দেয়া দেয়। পরে নতুন মেশিন নিয়ে এলে ভোট শুরু হয়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।